স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ২০২৫

নির্বাচনী ইশতেহার

নয় দলীয়করণ
নয় বিরাজনীতিকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

শতবর্ষ পেরোনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিহাস। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান--ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা রাজপথে নেমেছে। সেই সুদীর্ঘ পথচলার ইতিহাসের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সামাজিক রূপান্তরের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। অথচ আজ এই বিশ্ববিদ্যালয় নানা সংকটে জর্জরিত—দলীয়করণ, আবাসন সংকট, মানসম্মত গবেষণা ও শিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি, নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব এবং প্রযুক্তিগতভাবে ভঙ্গুরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি যেন স্থবির হয়ে পড়েছে।

'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেল থেকে আমাদের সংকল্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোক দলীয়করণমুক্ত, জবাবদিহিতামূলক, আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়; যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে সবার জন্য নিরাপদ, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের।

আমাদের ইশতেহার তাই শুধু প্রতিশ্রুতি নয়—এটি একটি রোডম্যাপ যেখানে শিক্ষার্থীর অধিকার, উন্নত গবেষণা, কর্মসংস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ার স্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি সচেতন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে 'Politically Conscious, Academic Campus' স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি একাডেমিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের এই ইশতেহার।

নয় দলীয়করণ
নয় বিরাজনীতিকরণ

১. দলীয়করণ ও বিরাজনীতিকরণ মুক্ত অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাস

- গণরুম সিস্টেম, গেস্টরুম কালচার, সিট সংকট, পুষ্টিকর খাবারের সংকট ও শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার স্থায়ী সমাধান না করে ব্যক্তিকে অসহায়-নিরুপায় করে রাখাটা ক্যাম্পাসে দলীয়করণের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এসবের সমাধানের মাধ্যমে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কাঠামোকে দলীয়করণের পথ চিরতরে বন্ধ করে **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দলীয়করণ ও বিরাজনীতিকরণ যেন আর ফিরে না আসে,** সেটা নিশ্চিত করা।
- ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, সেসব ঘটনার যথাযথ ডকুমেন্টেশন করা। **১৫–১৭ জুলাইয়ে হামলায় জড়িত সকলকে সরাসরি বিচারের আওতায় আনা ও তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চিত করা।**
- গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ছাত্র সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের স্বার্থে ছাত্র রাজনীতির কাঠামোগত সংস্কারের দাবি উঠেছে বহুবার। দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতির বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীবান্ধব ছাত্র রাজনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসন, সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে **সামাজিক চুক্তি গড়ে তুলে** ছাত্র রাজনীতির নীতিমালা গড়ে তোলা।
- ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনা সংস্কার করা। স্বাধীনতা সংগ্রাম চত্বরের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপন ও সন্ত্রাস-বিরোধী রাজু ভাস্কর্যের সংস্কার করা। দেশের যেসব স্থানে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ও স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে সেসব প্রতিস্থাপন ও সংস্কারে সরকারকে বাধ্য করা।
- মহান মুক্তিযুদ্ধ ও এর পটভূমি তৈরির আন্দোলনসমূহ এবং ২৪ এর গণ-অভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দলীয় বয়ান-মুক্ত নিরপেক্ষ বোঝাপড়া তৈরি করতে এসবের নিরপেক্ষ ইতিহাসকে অ্যাকাডেমিক সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া। বাংলাদেশের ইতিহাসের যে বিতর্কিত বিষয়গুলোর কোনো সুরাহা হয়নি, এবং যেসব বিষয়কে ঘিরে বিভাজনের পথ তৈরি হচ্ছে- সেগুলোকে অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্সে আলোচনা ও গবেষণার বিষয় হিসেবে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়ে **দীর্ঘমেয়াদী মীমাংসার পথ তৈরি করা**।
- ডাকসুকে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করে **প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচন নিশ্চিত করা।**
- **ডাকসুকে গণতান্ত্রিক, সময়োপযোগী ও শিক্ষার্থীবান্ধব করে তোলার জন্য** উপযুক্ত গঠনতান্ত্রিক সংশোধনের সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া। শিক্ষক নিয়োগে জবাবদিহি নিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাবকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির আওতায় আনা। বার্ষিক বাজেট রিপোর্ট প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা । ফি কাঠামো সংস্কার করা। উন্নয়ন ফি কমিয়ে আনা।

২. অ্যাকাডেমিক শিক্ষার মান, কারিকুলাম ও গবেষণা

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সবচেয়ে অবহেলিত খাত হলো গবেষণা। এই খাতের বাজেট **২% থেকে ২০% এ উন্নীতকরণের জন্য** সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেওয়া।
- রিসার্চ ফান্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং ফান্ডের সরল, স্বচ্ছ ও দ্রুত প্রবাহ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব '**Research & Innovation Fund**' সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া। স্নাতক পর্যায়ে সকল বিভাগে থিসিস অথবা ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা। শিক্ষার্থীদের থিসিস ও গবেষণার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া।
- '**Modern Infrastructure for Smart Learning**' অর্জনের উদ্দেশ্য হল ও আবাসন উন্নতিকরণ, লাইব্রেরি ও রিডিং ফ্যাসিলিটি (পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল লাইব্রেরি, অনলাইন বুক রিজার্ভেশন, এয়ার-কন্ডিশনড রিডিং রুম এবং ২৪ ঘণ্টা স্টাডি স্পেস) উন্নয়ন এবং স্মার্ট টেক অবকাঠামো (স্মার্ট ক্লাসরুম, ক্যাম্পাস ওয়াইড হাই-স্পিড ইন্টারনেট, ক্যাম্পাস অ্যাপ (ইভেন্ট আপডেট, বাস ট্র্যাকিং, সেফটি হেল্পলাইন, এবং সিসিটিভি সিকিউরিটি) নিশ্চিত করা।
- প্রতিটি অনুষদে যেন নিয়মিতভাবে গবেষণাভিত্তিক স্টুডেন্ট কনফারেন্স, ইয়ুথ কনফারেন্স ও সেমিনার আয়োজন হয় সেটা নিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল রিসার্চ সেন্টারকে সক্রিয় করা। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে রিসার্চ ফেয়ারের আয়োজন করা। বিভাগ-ভিত্তিক গবেষণা তহবিল ও আন্তর্জাতিক স্কলারশিপের সহায়তার জন্য 'রিসার্চ হেল্প-ডেস্ক' প্রতিষ্ঠা করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ইমেইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ **জার্নাল অ্যাকসেস সিস্টেম চালু** করা। এর আওতায় শিক্ষার্থীরা Elsevier, Springer, Wiley, PubMed, এবং অন্যান্য শীর্ষ ডেটাবেস থেকে বিনামূল্যে গবেষণাপত্র ডাউনলোড করতে পারবে। এছাড়া গবেষণার জন্য বিভিন্ন রিসার্চ বেসড সফটওয়্যার টুলস ডেভেলপ করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টগুলো মধ্যে 'Multidisciplinary Knowledge Sharing' বৃদ্ধির স্বার্থে
- '**Cross–Department Course Selection System**' চালুর ব্যবস্থা করা, যা শিক্ষার্থীদের ইন্টারডিসিপ্লিনারি জ্ঞান অর্জনের পথ খুলে দেবে এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহ অনুযায়ী নিজ বিভাগে বা অন্য যেকোনো বিষয়ে মাইনর করার সুযোগ দেওয়া হবে।
- **কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদ** করে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের জন্য ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের পরামর্শে ডায়নামিক সিলেবাস প্রণয়নে কাজ করা। সব ডিপার্টমেন্টেই OBE (Outcome Based Education) কারিকুলাম চালুর জন্য উদ্যোগ নেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, একাডেমিক পরিকল্পনা ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানী, পেশাদার অ্যাকাডেমিক কাউন্সেলর এবং ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজারদের নিয়ে '**Academic and Mental Wellness Center**' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া।
- নিয়মিত শিক্ষক মূল্যায়নের ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাকের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া। উপস্থিতির ভিত্তিতে কোর্স

- নম্বর প্রদানের নিয়ম শিথিল করার ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে অসুস্থতা বা বৈধ কারণে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে।
- সকলের জন্য অ্যাকাডেমিক রাইটিং ও সফটওয়্যার ট্রেনিং আয়োজন। R, SPSS, Python, Excel, GIS, MS Word এর মতো সফটওয়্যারগুলো শেখার জন্য নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন। প্রথম বর্ষ থেকেই শিক্ষার্থীদের গবেষণা কাজে রেফারেন্সিং স্কিল সংক্রান্ত একটি কোর্স কারিকুলামে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সফটওয়্যার ও রিসোর্স প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- **দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ও অন্যান্য বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য** যাবতীয় অ্যাকাডেমিক রিসোর্সকে সহজলভ্য করা। ব্রেইল পদ্ধতি ও অডিওবুক আকারে অ্যাকাডেমিক ও সহায়ক বইগুলো সহজলভ্য করার উদ্যোগ নেওয়া।
- প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে প্রথম বর্ষেই ইন্ট্রোডাক্টরি কোর্স চালুর উদ্যোগ নেয়া। এই কোর্সের আওতায় থাকবে ক্যাম্পাসে সহাবস্থান, সহনশীলতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, অ্যাকাডেমিক-অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নীতিমালার, বিভাগ-ভিত্তিক ক্যারিয়ার গাইডলাইন ও একজন শিক্ষার্থীর ক্যাম্পাস জীবনের জন্য জরুরি বিষয়গুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী যেন মানবাধিকার ও আইনের মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন সেজন্য সভা, সেমিনার, কর্মশালার উদ্যোগ নেওয়া।
- ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবগুলোতে **উন্নত জিপিইউ স্থাপন ও এআই ইনকিউবেটর** তৈরির উদ্যোগ নেওয়া। ল্যাব তৈরি ও আপগ্রেড করার জন্য অ্যালামনাই, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার উদ্যোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় বাজেটের ব্যবস্থা করা। চারুকলায় থ্রিডি গ্রাফিক্স ও প্রিন্টিংয়ের জন্য ল্যাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **প্রেসকে উন্নত করা** ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ও গবেষণায় সহযোগী **বই প্রকাশ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া।** বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক জরুরি অনুবাদকর্মের উদ্যোগ নেওয়া।
- মানসম্পন্ন ক্লাসরুম এবং প্রতিটি অনুষদে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা অন্তত একটি কমনরুমের ব্যবস্থা রাখা। চারুকলা অনুষদে একটি স্টেশনারি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিনার ও অডিটোরিয়ামের ভাড়া হ্রাসকরণ।
- অ্যাকাডেমিক কাজে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডকুমেন্ট পাঠাতে **অযৌক্তিক খরচ কমিয়ে** নামমাত্র মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের স্পেশাল এক্সামের ফি কমানো। থিসিস সাপোর্ট সেল তৈরির মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের থিসিস চলাকালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া।

৩. ক্যারিয়ার ও কর্মসংস্থান

- ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য রেজিস্ট্রার বিল্ডিং, ডিপার্টমেন্টের সেমিনার, লাইব্রেরি সহ শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত কাজের জায়গাগুলোতে **ন্যায্য বেতনে পার্ট টাইম চাকরির সুযোগ** তৈরি করা।
- প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে সকল শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া। গ্র্যাজুয়েশন শেষে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ারে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ক্যারিয়ার সেমিনার ও জব ফেয়ার আয়োজন বাধ্যতামূলক করা।
- উদ্যোক্তা শিক্ষার্থীদের সাথে ইনভেস্টরদের সংযোগ সৃষ্টিতে **বছর অন্তত দুই বার** বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন করা। আগ্রহী উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সারদের জন্য জরুরি প্রশিক্ষণ, যেমন- মেটা অ্যাডস লার্নিং, ই-কমার্স পরিচালনা, এআই টুল ব্যবহার, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইনিং ইত্যাদির আয়োজন করা।
- ক্যারিয়ারের প্রাথমিক ধাপে একজন শিক্ষার্থী যেন একজন ক্যারিয়ার মেন্টরের কাছ থেকে গাইডলাইন নিতে পারেন সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে **'মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম' চালুর ব্যবস্থা** করা।
- শিক্ষার্থীদের স্টার্টআপ বা প্রযুক্তিনির্ভর আইডিয়ার সাথে যুক্ত করাতে '**University Startup Incubation Center**' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া। শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও গবেষণাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে '**Student Research & Startup Fund**' চালুর উদ্যোগ নেওয়া। এই ফান্ডের মাধ্যমে প্রতি বছর নির্বাচিত ৫০টি সেরা গবেষণা প্রজেক্ট ও স্টার্টআপ আইডিয়াকে আর্থিক সহায়তা, মেন্টরশিপ এবং উপযুক্ত ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া।

৪. ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

- ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা নেওয়া। ধর্মীয় উৎসবের দিন ও আগে-পরে দুই দিন কোনো পরীক্ষা না রাখার ব্যবস্থা করা।
- **আদিবাসীদের প্রধান সামাজিক উৎসবের দিনগুলোকে** অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে ছুটির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য, নিপীড়ন ও হয়রানির বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কমিটি গঠন।
- বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্যে **কেন্দ্রীয় উপাসনালয় নির্মাণ।**

নয় দলীয়করণ
নয় বিরাজনীতিকরণ

৫. নারীবান্ধব ও সকলের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস

- **যৌন নিপীড়ন সেলকে** সর্বোচ্চ কার্যকরী করা এবং যৌন নিপীড়নের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের আপডেট নিয়মিত অনলাইনে হালনাগাদ নিশ্চিত করা।
- **আইনি সহায়তা সেল গঠন করা** যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা যেকোনো বিষয়ে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।
- প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নিয়ে **সাইবার সিকিউরিটি** সেল গঠন করা। কোনো শিক্ষার্থী অনলাইন কিংবা অফলাইনে নিপীড়ন বা বুলিংয়ের শিকার হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া।
- ক্যাম্পাসের সামগ্রিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে প্রক্টরিয়াল টিমের লোকবল বাড়ানো ও পেশাদারিত্বের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। **ক্যাম্পাসের উদ্বাস্তু ও মাদকসেবীদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া।**
- প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে মাসে ৩ দিনের ঐচ্ছিক '**পিরিয়ড লিভ**' নেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা। প্রতিটি হল, ডিপার্টমেন্টে, অনুষদে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন ও সংস্কার।
- যেসকল শিক্ষার্থীদের সন্তান আছে তাদের জন্য **ডে-কেয়ার সেন্টারের উদ্যোগ নেওয়া।**
- রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের রিডিং-রুম এবং সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সাউন্ডপ্রুফ করার ব্যবস্থা করা। সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কার।
- নারীদের হলে **মাস্টার্স ফাইনালের ফলাফল ঘোষণার পর** অন্তত এক সপ্তাহ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে হলে বৈধভাবে থাকার সুযোগ নিশ্চিত করা।
- **হলে মেয়েদের প্রবেশের সময়সীমা** বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া। ক্যাম্পাসে রাত্রিকালীন কোনো ইভেন্ট বা আয়োজনে যেন নারী শিক্ষার্থীরাও সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেজন্য প্রশাসনের উদ্যোগে নিরাপত্তা ও হলে প্রবেশের ব্যবস্থা করা।
- নারীদের হলে পুরুষ গেইট কিপারের পাশাপাশি নারী গেইটকিপার রাখার ব্যবস্থা করা। হলের অভ্যন্তরীণ গেট সারা রাত খোলা রাখা। লেইটগেটে হয়রানি বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া।
- আইডি কার্ড দেখিয়ে **নারীদের এক হল থেকে অন্য হলে প্রবেশের নিয়ম করা**। জরুরি প্রয়োজনে নারী শিক্ষার্থীর মা, বোন বা **নিকটাত্মীয় নারীকে হলে থাকার সুযোগ দেওয়া।**
- নারীদের হলে প্রশাসন কর্তৃক হয়রানি দূরীকরণ। ছাত্রীরা অসুস্থ হলে হয়রানি বন্ধ করে হল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা।
- পরীক্ষার বোর্ড/ ভাইভাতে ভেরিফিকেশনের জন্য নেকাব পরিহিতদের জন্য **নারী পরিদর্শক** থাকা।
- ক্যাম্পাস থেকে দূরবর্তী নারী হলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের চলাফেরার

- নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং অপরাধী সনাক্ত করতে পর্যাপ্তসংখ্যক ইন্টারনেট সংযুক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ও আলোর ব্যবস্থা করা।
- নারীদের হলগুলাতে **সাংস্কৃতিক আয়োজনের পরিসর বাড়ানো।** নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃহল বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা নিয়মিত চালুর ব্যবস্থা করা।
- নারীদের হল ও একাডেমিক এরিয়ার কমনরুমগুলোর পরিবেশ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং ভিন্নভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য কমনরুমের সকল সুবিধা সহজলেভ্য করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও কেন্দ্রীয় মসজিদের মেয়েদের নামাজের স্থানের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও সর্বোচ্চ আধুনিকায়ন।

৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং খাদ্যসংকট নিরসন

- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে **প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে ক্যান্টিং, ডাইনিং চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।**
- বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটে **শিক্ষার্থীদের খাদ্যের উপর ভর্তুকি আদায়।**
- প্রতিটি ইনস্টিটিউটে ন্যূনতম একটি ক্যান্টিন/ক্যাফেটেরিয়া নিশ্চিত করা। বিদ্যমান ক্যাফেটেরিয়াসমূহে ন্যায্য দামে মানসম্পন্ন খাবার নিশ্চিত করা। ক্যান্টিন ও ক্যাফেটেরিয়াতে স্বাস্থ্য নীতিমালা আরোপ, এবং পর্যবেক্ষণের স্বার্থে শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত বেতনে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা। ক্যান্টিনগুলোতে **ডিজিটাল ক্রেডিট সিস্টেম চালু করা।** ক্যান্টিনগুলোতে শিশুশ্রম বন্ধ করা। ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে ন্যায্য মূল্যের বাজার স্থাপন।
- প্রতিটি ইনস্টিটিউটে **ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কর্নার, ফার্মেসি ও স্টেশনারি স্থাপন।**
- বিশ্ববিদ্যালয়ের খাবার পানি ও ক্যান্টিনের খাবারের ওপর নিয়মিত গবেষণা ও পরীক্ষা চালানো এবং ডাকসুর স্টুডেন্ট ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য আপডেট করা।
- শহীদ ডা. মো. মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারকে সংস্কার করা। এর আধুনিকায়ন ও পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা।
- স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রথম বর্ষ থেকেই ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া। বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোকে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় কোলাবোরেশনে নিয়ে আসা। স্বাস্থ্যবীমার পরিসর বৃদ্ধি করা।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য **ই-হেলথ প্রোফাইল গঠন করা।** প্রতিটি হলে ২৪/৭ মেডিকেল সাপোর্টের ব্যবস্থা রাখা। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বড় পরিসরে কাউন্সেলিং সেন্টার ও হেল্পলাইন চালু।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও অনুষদভিত্তিক স্থায়ী ফার্মেসি স্থাপন। মূল ক্যাম্পাস থেকে দূরবর্তী লেদার ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের জন্য, তাদের নিকটস্থ বিশেষায়িত হাসপাতালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি সেবা ইউনিট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি **ওয়াশরুম ও টয়লেটকে সংস্কার করে স্বাস্থ্যসম্মত করা।**

৭. আবাসন সমস্যা দূরীকরণ

- **শতভাগ আবাসন ব্যবস্থা (1 Student=1 Bed=1 Table)** নির্মাণের লক্ষ্যে রূপরেখা তৈরি ও তা নিশ্চিতে উদ্যোগ নেওয়া।
- নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর সাথে সাথে সিট প্রদানের ব্যবস্থা করা। যত দিন সিট প্রদান করবে না ততদিন পর্যন্ত **শিক্ষার্থীদের আবাসন বৃত্তির** ব্যবস্থা।
- দ্রুততম সময়ে প্রশাসনের কাছ থেকে নারীদের জন্য নতুন হল তৈরির রোডম্যাপ আদায় করা। শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলগুলো যথাসম্ভব ক্যাম্পাস এরিয়ার মধ্যে নির্মাণের রোডম্যাপ নির্ধারণ।
- আবাসিক হলগুলোতে উন্নত মানের ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানো। ক্যাম্পাসে অগ্নিনির্বাপণ এবং লিফট ব্যবস্থাপনা উন্নত করার ব্যবস্থা করা। হলভিত্তিক ক্রীড়া বাজেট, পহেলা বৈশাখসহ বিভিন্ন আয়োজনের বাজেটের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।
- হলগুলোতে **ছারপোকা দমন ও স্থায়ী সমাধানের জন্য গবেষণা টিম গঠন** করে বৈজ্ঞানিকভাবে এই সংকটের সমাধান করা।

৮. পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ:

- বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোর **আপ ট্রিপ ও ডাউন ট্রিপ সংখ্যা বৃদ্ধি** করা। রাত ৮টা পর্যন্ত ডাউন ট্রিপ বাড়ানো।
- শিক্ষার্থীদের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাটল বাস সার্ভিস পুনরায় চালু করা। কুয়েত মৈত্রী হল, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য বিশেষ যানবাহন ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস থেকে দূরবর্তী জায়গাগুলোতে যাতায়াতের বাস ও ট্রিপ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কবি সুফিয়া কামাল হল, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, কুয়েত মৈত্রী হলে বাসের ট্রিপসংখ্যা ও সময় বৃদ্ধি। বাসের পরিবহনচালকদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রতিটি বাস-রুটে **ফিটনেসবিহীন বাস চলাচল বন্ধ করা**। প্রতিটি রুটে নিরাপদ ও উন্নত মানের বাসের সংখ্যা বাড়ানো। শরীয়তপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর জোনের শিক্ষার্থীদের জন্য পদ্মা সেতু পার হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত ঢাবির নতুন বাস-রুট চালুর উদ্যোগ নেওয়া।
- ক্যাম্পাসের ভেতরে যান চলাচলের নিয়ন্ত্রণ এবং যানজট নিরসনে বিশেষজ্ঞদের মত নিয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা। প্রশাসনের উদ্যোগে শুধুমাত্র **নির্দিষ্ট পোশাকসহ রিকশা চলাচলের ব্যবস্থা** করে যানজট নিয়ন্ত্রণ। ক্যাম্পাসে বহিরাগত গাড়ি পার্কিং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া। ক্যাম্পাসের ভেতরে জিওগ্রাফিক্যাল অ্যানিমেশনের ব্যবস্থা করা।
- ঈদ, পূজা বা বড় ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের বাড়ি যাত্রা নিরাপদ করতে **ক্যাম্পাস থেকে সরাসরি বিভিন্ন রুটে বাস যাত্রা** ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ। ক্যাম্পাস-কেন্দ্রিক উৎসবের দিনগুলোতে বাসের ট্রিপ বাড়ানো।

৯. ডিজিটালাইজেশন

- বিজনেস ফ্যাকাল্টির **ই-লাইব্রেরি পুনরায় চালু করা।**
- বিশ্ববিদ্যালয়ের **প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশন** নিশ্চিত করা। এর আওতায় কোর্স রেজিস্ট্রেশন, রেজাল্ট, সিলেবাস ও নোটিশ সিস্টেম সম্পূর্ণ অনলাইনে আনা।
- ক্যাম্পাসের সকল লাইব্রেরি, সেমিনার রুম ও কোর্স ম্যাটেরিয়াল ডিজিটালাইজ করা। স্মার্ট নোটিশ বোর্ড ও মোবাইল অ্যাপ চালু করা, যেখানে ক্লাস রুটিন, পরীক্ষা সূচি ও রেজাল্ট পাওয়া যাবে। টিএসসি, হল ও ফ্যাকাল্টিগুলোতে আধুনিক সাইবার সেন্টার সুবিধার ব্যবস্থা করা।
- ভর্তি থেকে শুরু করে সার্টিফিকেট তোলা পর্যন্ত সকল আর্থিক লেনদেন এবং হল ও ডিপার্টমেন্টের সকল অফিশিয়াল কাজ **স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করার** ব্যবস্থা করা।
- ক্যাম্পাসের হটস্পটগুলো চিহ্নিত করে ফ্রি ওয়াইফাই-এর ব্যবস্থা করা। ক্যাম্পাস ওয়াইড ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের মধ্যকার যোগাযোগ সহজ করতে **অ্যালামনাই ডেটাবেজ ও অ্যাপ তৈরি** করে তাদের সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া।
- পরিবহন ব্যবস্থাপনাকে সার্বিকভাবে একটি অ্যাপের মধ্যে আনা যেখানে ১৮টি বাস-রুটের স্টপেজ, শিডিউল ও লাইভ ট্র্যাকিং আপডেট পাওয়া যাবে।

১০. খেলাধুলা ও শরীরচর্চা

- বাস্কেটবল কোর্টের পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। টেবিল টেনিস খেলার সরঞ্জামাদি উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা। **ক্রিকেট ও ফুটবল মাঠের সংস্কার** এবং ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নতকরণ। জিমনেশিয়ামের সরঞ্জামাদি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা। সুইমিংপুলের পাশের পরিত্যক্ত মাঠকে সংস্কারের মাধ্যমে খেলা উপযোগী করে গড়ে তোলা।
- বিশ্ববিদ্যালয় টিমে খেলার ক্ষেত্রে **কোটাধারী খেলোয়ার ও সাধারণ খেলোয়াড়দের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে** উদ্যোগ নেওয়া।
- সেন্ট্রাল ফিল্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আইডি কার্ডের ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ।
- **সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদদের জন্য বৃত্তি** এবং ইনজুরিকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।
- রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত নির্বাচক প্যানেল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন খেলার দল গঠন করা।

১১. পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস ও স্যানিটেশন

- **ক্যাম্পাসের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।** ময়লা ফেলার জন্য **সর্বত্র ময়লার ঝুড়ি স্থাপন** ও মনিটরিং।
- টিএসসি ও ক্যাম্পাসের সর্বত্র বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন।
- ক্যাম্পাসের যেকোনো উন্নয়নের কাজকে পরিবেশসম্মত করার উদ্যোগ নেওয়া। ক্যাম্পাসে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো। গাছ লাগানো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিংয়ের উদ্যোগ চালু করা।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে **নিয়মিত ক্যাম্পাসে ক্লিনিং ইভেন্টের** আয়োজন করা।
- ক্যাম্পাসে সৌরশক্তি ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হবে। পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ক্যাম্পাসে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ করে শব্দ দূষণমুক্ত ক্যাম্পাস গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য'-র প্যানেল পরিচিতি ও ইশতেহারের বিস্তারিত জানতে এই QR code টি স্ক্যান করুন।

নয় দলীয়করণ
নয় রিয়াজনীতিকরণ